নেছারাবাদ মাদ্রাসা : দাখিল পরীক্ষার ফলাফলে শীর্ষে

ঐতিহ্যবাহী ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদ্রাসাটি নেছারাবাদ মাদ্রাসা নামে বহুল পরিচিত। দলীয় রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন, সুন্নতের পাবন্দি এবং প্রতিবছর বোর্ড পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য মেধাস্থানসহ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল এ প্রতিষ্ঠানটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। ঝালকাঠির পৌর এলাকায় অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়েছিল গোলপাতার এক চালাঘর দিয়ে। হযরত কায়েদ ছাহেব হুজুরের প্রচেষ্টায়, সরকার ও জনগণের সহযোগিতায় আজ সেখানে তিন সহস্রাধিক ছাত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে বিশাল প্রতিষ্ঠান।

চলতি ২০০২ সালের দাখিল পরীক্ষায় বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে এ+ (জিপিএ-৫) পেয়েছে মাত্র একটি ছেলে ও দু'টি মেয়ে। ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদ্রাসার কৃতী ছাত্র মোহাম্মদ কবির হোসেনই সেই সৌভাগ্যবান ছাত্র যে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে এ+ পাওয়া একমাত্র প্রথম ছেলে। ওই প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত অধ্যক্ষ মাওলানা কলীলুর রহমান নেছারাবাদী তার প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে যুগান্তরকে জানান, এই মাদ্রাসার কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই সন্তোষজনক। মেধা তালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থানসহ শতকরা প্রায় একশজনই উত্তীর্ণ হয়ে থাকে; যাদের মধ্যে এ গ্রেড, প্রথম বিভাগ ও স্টারের সংখ্যাই বেশি। বিগত ২০০০ সালে আলিমে একাধারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানসহ বোর্ড পরীক্ষায় ১০টি স্ট্যান্ড, ২০০১ সালে আলিমে প্রথম এবং ফাজিলে প্রথম স্থানসহ ১০টি স্ট্যান্ড রয়েছে। গত বছর দাখিল পরীক্ষায় মাদ্রাসা বোর্ডে এ+ ছিল না। জিপিএ ৪.৮৩ পেয়েছিল মাত্র তিনজন, যার দু'জনই এই মাদ্রাসার ছাত্র।

যুগান্তর : আপনার মাদ্রাসার এ বছর দাখিলের ফলাফল কি?

অধ্যক্ষ : বরাবরের মতো এবারও ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদ্রাসা ফলাফলে শীর্ষে। সারাদেশে জিপিএ-৫ অর্থাৎ এ+ পেয়েছে মাত্র একটি ছেলে ও দু'টি মেয়ে। ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদ্রাসার কৃতী ছাত্র মোঃ কবির হোসেনই সেই সৌভাগ্যবান ছেলে যে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডে এ+ পাওয়া একমাত্র প্রথম ছাত্র। তাছাড়াও ৯১ জন পরীক্ষার্থীর মাঝে এ-গ্রেড ৫০ জন, তারমধ্যে জিপিএ,৪.৮৩ ৬ জন, ৪.৬৭ ৬ জন, ৪.৫০ ১১ জন, ৪.৩৩ ১৫ জন, ৪.০০ ৩ জন, বি-গ্রেডে ৩৫ জন ও সি গ্রেডে ৩ জন পাস করেছে। মাদ্রাসার পাসের হার ৯৮%।

যুগান্তর : আপনার প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের পদ্ধতি কি?

অধ্যক্ষ : (১) আরবি ৩০০ নম্বরে (নাহু, ছরফ ও আদব) এবং ইংরেজি ২০০ নম্বরের (লিটারেচার অ্যান্ড গ্রামার) পড়ানোর ব্যবস্থা (২) বছরের শুরুতেই পাঠ্য বিষয়ে দুর্বল ছাত্রদের চিহ্নিত করে স্পেশাল কোচিংয়ের মাধ্যমে সফলভাবে গড়ে তোলার অনন্য ব্যবস্থা (৩) সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ; বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার আগে ৩টি করে এবং তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার আগে কমপক্ষে ১০টি করে ক্লাস টেস্ট গ্রহণের ব্যবস্থা (৪) আমলী জিন্দেগী গঠন ও সাধারণ জ্ঞানের ওপর দক্ষ করে তোলার অনন্য ব্যবস্থা (৫) শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রদের মেধা ও প্রতিভা ট্রিক্যাশের জন্য সাপ্তাহিক আলোচনা সভা, বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করা (৬) আবাসিক ছাত্রদের জন্য ঘণ্টাওয়ারী পরিদর্শক ও টিউটোরিয়াল শিক্ষকের ব্যবস্থা (৭) প্রতিবছর শ্রেণীভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ও অভিভাবক সম্মেলনের ব্যবস্থা।

যুগান্তর : মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নে আপনার পরামর্শ কি?

অধ্যক্ষ : সমকালীন চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সিলেবাস প্রণয়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে উদাহরণস্বরূপ নেয়া যেতে পারে।

যুগান্তর : বর্তমান সরকারের কাছে আপনার আশা কি?

অধ্যক্ষ : শতকরা ৯০ জন মুসলমানের এ দেশে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন আশু প্রয়োজন। ফাজিল ও কামিলকে বিএ এবং মাস্টার্সের সমমান প্রদান করে মাদ্রাসা ছাত্রদের বিসিএসসহ সরকারি সব চাকরিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের মেধার পরিস্ফুটনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা রাখি।

যুগান্তর : কবির, তোমার বাবা-মার নাম কি এবং তাদের পেশা কি?

কবির : আমার পিতা মোহাম্মদ মতিউর রহমান, পেশায় কৃষক ও মাতা মোসাম্মৎ সায়রাতুন্নেছা, পেশায় গৃহিণী।

যুগান্তর : ভাল ফলাফল করায় তোমার অনুভূতি কি?

কবির : আলহামদুলিল্লাহ! আমি আমার ফলাফলে অত্যন্ত আনন্দিত।

যুগান্তর : তোমার ভাল ফলাফলে কার অবদান সবচেয়ে বেশি?

কবির : আমার ভাল ফলাফলের পেছনে অনেকের অবদানই অনস্বীকার্য। সব শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উৎসাহ এবং মা-বাবার দোয়া এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সব বিষয়ে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মহোদয়ের বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং এজন্য ছাত্রদের মানসিকভাবে তৈরি করার অনুপ্রেরণা আমার এ ফলাফলে বেশি অবদান রেখেছে।

যুগান্তর : তোমার ভবিষ্যৎ ইচ্ছা কি?

কবির : চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশোনা করে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করা।

যুগান্তর : মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে কি করা উচিৎ বলে তুমি মনে কর?

কবির : (ক) অত্যন্ত প্রাচীন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি সংস্কার করে যুগোপযোগী বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা (খ) ইংরেজি ও বাংলা ২০০ নম্বরে পড়ানো (গ) দাখিলে এসএসসির মতো প্রতি বিষয়ে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক চালু করা (ঘ) বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শিক্ষায় সাধারণ শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন ও ফাজিল পর্যন্ত তা প্রবর্তন করা।

যুগান্তর : পরীক্ষাকে নকলমুক্ত করার ব্যাপারে তোমার মত কি?

কবির : আমার মতে, পরীক্ষাকে নকলমুক্ত করতে নিম্নোক্ত পন্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।
(ক) পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন (খ) নোট ও গাইড প্রকাশনা বন্ধকরণ (গ) শিক্ষকবৃন্দ যাতে শিক্ষার্থীদের সুস্থ মস্তিষ্কে পাঠদান এবং তাদের নকলমুক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য করে তুলতে সার্বিক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন, সেজন্য শিক্ষকদের যথোপযুক্ত প্রাপ্য যথাসময়ে প্রদান করা।

যুগান্তর : গ্রেডিং পদ্ধতিকে তুমি কেমন মনে কর?

কবির : উন্নত দেশসমূহের পরীক্ষার ফলাফল পদ্ধতি গ্রেডিং পদ্ধতিতে আমাদের দেশের ফলাফল তৈরি করা হচ্ছে এজন্য শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষকে অবশ্য ধন্যবাদ। তবে আমাদের দেশে দুই গ্রেডের মাঝে যে বিরাট ব্যবধান তা অবশ্যই পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

যুগান্তর : ফাজিল ও কামিলের মানের ব্যাপারে তোমার যুক্তি কি?

কবির : যেখানে মাদ্রাসায় ফাজিলের ছাত্ররা বিএ'র জন্য নির্ধারিত সিলেবাসে বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ও পড়ছে সেখানে ফাজিলকে বিএ'র মান না দেয়াটা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি অবশ্যই বিমাতাসুলভ আচরণ। অন্যদিকে এমএ'র জন্য নির্ধারিত সিলেবাসের (বিষয়ভিত্তিক) তুলনায় মাদ্রাসার কামিলের সিলেবাস ব্যাপক। অতএব ফাজিল ও কামিলকে বিএ এবং এমএ'র মান দেয়ার জন্য সরকারের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

যুগান্তর : ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে তোমার মত কি?

কবির : ছাত্র রাজনীতি একটি জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখার অন্যতম মাধ্যম।

যুগান্তর : বর্তমান সরকারের কাছে তোমার কি প্রত্যাশা?

কবির : বিজ্ঞানের অধুনাযুগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাও যাতে সব পর্যায়ে যোগ্যরূপে তৈরি হতে পারে সে উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : **মাওলানা মোহাম্মদ নূরুজ্জামান**